দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

057

পরীক্ষায় দুর্নীতি— ২

ডঃ সেলিমা সাঈদ

পরীক্ষায় দুর্নীতির একটি দিক নিয়ে ইতিপূর্বে আমি এই পাতায় (২৯-৬-৮৬) সামান্য আলোচনা করেছি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ছিল সেই আলোচনার মুখ্য বিষয়। অনেকেরই হয়ত স্মরণ আছে, ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের প্রায় সকল প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া প্রতি বছরই বিভিন্ন বোর্ডে পরীক্ষার কোন না কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কথা শোনা যায়। শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে হলে পরীক্ষায় সকল রকম দুর্নীতি অবশ্যই কঠোর হস্তে দমন রতে হবে।

দুর্নীতি আজকাল অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনও নকল কথাটি প্রচলিত ছিল। তখনও যে কেউ কেউ নকল করত না তা নয়। কিছু কিছু ছাত্র নকল করে পাস করতো। এরা সংখ্যায় অবশ্য ছিল অত্যন্ত নগন্য। তবে এ কাজটি তারা খুব গোপনে করতো যদি শিক্ষক বা সহপাঠীরা দেখে তে মহাসর্বনাশ। লজ্জায় মুখ দেখানে যাবে কি করে? তাছাড়া বাইরে কোন রকম প্রচার যদি হয়েই যায় তাহলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। বড় ভয় স্যারদের, ধরা পড়লে যে কোন সময় বহিষ্কার করে দেবেন। শাস্তি কম পক্ষে দু'বছর বেশীর পক্ষে বার বছর পর্যন্ত হতে পারে। একবার বহিষ্কৃত হলে জীবনে আর লেখা-পড়া হবে না। তখন উপায় হবে কি?

আজকাল নকল নিয়ে একই এরকম ভাবে না। অর্থাৎ নকল নিয়ে নকলবাজদের মনে কোন অপরাধবোধ নেই। নকল আজকাল অনেক সহজ হয়ে ছাত্র ছাত্রীকে সুযোগ করে দিচ্ছে। বহিষ্কারের একটি নিয়ম এখনও আছে। ধরা পড়লে আগের মতই শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ধরতে চাইলেই আজকাল ধরা যায় না। চোখের সামনে বেপরোয়া নকল হতে দেখে যাদের বিবেকে হুল ফোটে তারা চোখ বন্ধ করে অন্যদিকে চেয়ে থাকেন। সর্বত্রই যখন ভেজাল তখন শিক্ষাঙ্গনে এটার প্রবেশে বাধা কোথায়? বাধা দিলেই বা কে শুনবে? পরীক্ষার হলে এসে নকল দিয়ে যাচ্ছে। যারা নকল দিচ্ছে তারা মুখ লুকিয়ে নয়—মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে একাজটি করছে। বর্তমানে নকল নানাভাবে হচ্ছে। ছাত্ররা বই-এর পাতা কেটে ছোট কাগজে লিখে নানা ভাবে নকল করছে। এছাড়া অনেকে হলের বেয়ারা পিয়নদের কিছু অর্থ দিয়ে ব্যবস্থা করে। তারা প্রয়োজন মত বাহির থেকে এনে দেয়।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে নকলের সুযোগ আছে সেখানে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা খুব বেশী। এসব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার সময় বহিরাগত ছাত্রদেরও আগমন হয়। অবশ্য এদের কাগজ-পত্রে বহিরাগত ছাত্রবলা যাবে না কারণ তারা সবাই যেখানে কেন্দ্র সেই কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিচ্ছে। এ-সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নকলের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন বলে আগে থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে খাতায় নাম রাখে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী দুটি কলেজে ভর্তি হয়ে দুটি রেজিস্ট্রেশন করে। পরীক্ষার যেখানে বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে করে সেই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী হিসাবে ফরম দাখিল করে। তাই শহরের অনেক নামকরা কলেজে যত ছাত্র ভর্তি হয়, পরীক্ষার সময় তাদের উল্লেখযোগ্য অংশকে সেখানে দেখা যায় না। এই ডাবল রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটি কিছুদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে। বোধহয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এছাড়া আছে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় নানা রকমে সুযোগ সুবিধা। যারা সিট-প্লান করেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে সুবিধামত সিট বসিয়ে দেয়া খুব দুরূহ কাজ নয়—এটা আজকাল অনেকেই করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষকও এধরনের কাজে সহযোগিতা করেন।

শিক্ষকরা তাদের প্রাইভেট ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কিছু প্রশ্ন পড়িয়ে দেন। পরীক্ষার সময় এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর ছাত্রদের সাহায্য করে থাকেন। এর ফলে এই শিক্ষকরা ভাল শিক্ষক না হয়েও প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে থাকেন। পরীক্ষার পর আবার কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়— উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে পরীক্ষককে প্রভাবিত করা।

এই যে ব্যাপক নকল প্রবণতা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কে? অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীরা। সেই সংগে ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র জাতির। এরপর জাতির মেরুদণ্ড কিছুতেই সোজা থাকার কথা নয়। এইরূপ কিছু নকলবাজ ছাত্রদের জন্য সমস্ত ছাত্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা লেখাপড়া করে ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। কারণ খাতায় যা থাকবে শরীক্ষায় সেভাবেই নম্বর দেবেন। এই পরীক্ষা জ্ঞান পরিমাপের পরীক্ষার নয়, এ পরীক্ষা পাতা ভরিয়ে প্রচুর নম্বর পাওয়ার জন্য।

অনেক ছাত্র সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরীক্ষার হলে যাচ্ছে ঠিক একই সঙ্গে কিছু ছাত্র সারা বছর লেখা-পড়ার সাথে কোন সংশ্রব না রেখে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে সময়ের অপচয় করে পরীক্ষার হলে যাচ্ছে নকল সম্বল করে। তাহলে যে ছেলেটি এত খেটেপিটে পড়ল তার অবস্থা একবার ভেবে দেখেছেন? তার কাছ থেকে জাতি কি আশা করতে পারে? তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? এই সব ছেলেদের মনে হতাশা আসতে বাধ্য। কেন তারা লেখাপড়া করবে? লেখাপড়া করে কি লাভ? নকল যেখানে সহজেই আসলকে হারিয়ে দেয় সেখানে কে কষ্ট করে আসলের সাধনা করবে? ভাল ছাত্ররা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। দাপট রাড়ছে নকলবাজদের। শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্ররা এই নকলবাজদের ভয়ে কম্পমান।

ছেলে যে কোন উপায়ে পাস করতে পারলেই অনেক অভিভাবক মনে মনে আনন্দ অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মনেও একটি দুর্নীতি কাজ করছে। আবার কোন কোন শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ নেতা, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি ছাত্রদের নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। এসব ছাত্রদের গোল্লায় যাওয়ার ব্যাপারে এসব মুরুব্বীরাই দায়ী। তারা এদের দ্বারা অন্যায় কাজ হাসিল করে নেন। ফলে তাদের অন্যায় আবদারগুলোও মুখ বুঁজে মেনে নিতে হয়। তথাকথিত কিছু গুণ্ডা ছাত্র নিরীহ ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে দেয়। এরা কাউকে মানে না। এদের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। এরা সবাই পেশীর জোরে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। তাই কোন কর্তৃপক্ষ যখন এ ধরনের অন্যায় ও দুর্নীতিকে দমন করতে চান তখনই তাদের সাথে বেঁধে যায় সংঘর্ষ। যে সব শিক্ষক ছাত্রদের সত্যিকারের সুন্দর জীবন আশা করেন, সেই শিক্ষকরা তথাকথিত ছাত্দের হুমকির সম্মুখীন হন। এমনকি দেশের কোন কোন অঞ্চলে তাদের দ্বারা শিক্ষকদের জীবননাশ হতেও দেখা গিয়েছে।

কাজেই এখন চরম সময় এসেছে চিন্তা করার। দেশের সর্বস্তরের লোকদের এ বিষয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। ছাত্ররাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। তারা আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, আমাদের সবচেয়ে ভালবাসার বস্তু। তাদের এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। দেয়া উচিত নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম। শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে এ দুর্নীতির কুফল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আগে কলুষমুক্ত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসে তার চেষ্টা করতে হবে। ছেলেদের হাতে কালো টাকা নয়, নেশার বস্তু নয়—দুধের বাটি তুলে দিতে হবে। কথায় আছে মহান আল্লাহকে ভালবাসলে, তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কেন আমাদের সন্তানদেরকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে এই দুর্নীতি, অপরাধ, অন্যায় থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না? যারা দুর্নীতি করে তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য। তাদের দমনে হযরত ওমরের মতো কঠোর এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। এই সব ছাত্রনামধারী অন্যায়কারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাদের সংশোধন সম্ভব, এখনও যারা মিথ্যায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়নি, তাদের সৎপথে ফিরিয়ে এনে শিক্ষা ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করতে হবে।